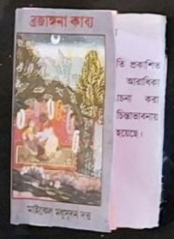

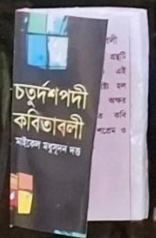

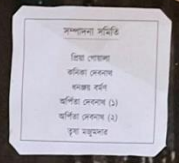

বাংলা বিভাগ
মাইকেল মধুসূদনের
মেঘনাদবধ কাব্য
বুড় সালিকের ঘাড়ে রোঁ
ব্রজাঙ্গনা কাব্য
মাইকেল মধুসূদন দত্ত
কৃষ্ণকুমারী
তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য
চতুর্দশপদী কবিতাবলী
মাইকেল মধুসূদন দত্ত
উন্মোচক
সম্পাদনা সমিতি
মাইকেল মধু সূদন দত্ত
মধুকবির অমিত্রাক্ষর ছন্দ
ও
অসমের ভোলনাথ দাস
১৮৬০ সালে প্রকাশিত 'পদ্মাবতী' নাটকের ২য় অঙ্কের ২য় গর্ভাঙ্কে মহাকবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত সর্বপ্রথম অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রয়োগ করেন। এরপর ১৮৬১ সালে প্রকাশিত 'মেঘনাদবধকাব্য'-এ এই ছন্দের প্রয়োগ কাব্যটির প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে তাকে জনপ্রিয়তার শিখরে তুলে দেয়। পরবর্তী বহু কবি এই ছন্দে কবিতা লিখেছেন, তাকে নিয়ে পরীক্ষানিরীক্ষাও করেছেন। তেমনই একটি প্রসঙ্গ আজ এখানে উল্লেখ করছি।
১৮৭৯ সালে অসম থেকে বৃত্তি পেয়ে ভোলানাথ দাস যখন কলকাতার মেট্রোপলিটান স্কুলে পড়াশোনা করতে যান তখন তিনিও মধুকবির এই ছন্দের প্রতি আকর্ষিত হয়েছিলেন। মায়ের অসুস্থতার জন্য সে-বছরই তাঁকে কলকাতা থেকে ফিরে আসতে হয়। তবে অমিত্রাক্ষরকে তিনি ভোলেননি। পড়াশোনা চলাকালীনই 'কবিতামালা'র দ্বিতীয় ভাগে এই ছন্দে কবিতা লেখা শুরু করেন, পরের কাব্য 'চিন্তাতরঙ্গিনী'তেও কয়েকটি কবিতা লেখেন অমিত্রাক্ষর ছন্দেই। পরীক্ষা-নিরীক্ষার এই ছোট্ট পর্বটি পেরিয়ে সীতাহরণ কাব্যেই এই ছন্দের পূর্ণ প্রয়োগ করেন তিনি।
১৮৮৮ সালে 'আসাম বিলাসিনী' পত্রিকার কয়েকটি সংখ্যায় কাব্যটির কিছু অংশ ছাপা হয়। এরপর এই পত্রিকার পাতায় প্রকাশিত লেখার কটু সমালোচনা করে কিছু মন্তব্য প্রকাশিত হয়। ১৯০২ সালে 'সীতাহরণ কাব্য' প্রকাশ করতে গিয়ে ডিব্রুগড় সদর স্কুলের শিক্ষক শিবনাথ ভট্টাচার্য বইটির ভূমিকাতে লিখেছিলেন, "বঙ্গীয় কবি মধুসূদন দত্তই বাঙ্গলা ভাষাত অমিত্রাক্ষৰ ছন্দৰ প্ৰথম সৃষ্টি কৰে। তেওঁক অনুসৰণ কৰি আমাৰ গ্ৰন্থকাৰেও অসমীয়া ভাষাত উক্ত ছন্দত প্ৰথমে কবিতা ৰচনা আৰম্ভ কৰে। সীতাহৰণ কাব্যও অমিত্ৰাক্ষৰ ছন্দত কেইপাতমান লিখি তেওঁ আসাম বিলাসিনী পত্ৰিকাত প্ৰকাশ কৰিছিল। উক্ত পত্ৰিকাই অসমীয়া ভাষাত অমিল ছন্দৰ ৰচনা কিম্ভূতকিমাকাৰ যেন ভাবি আৰু গ্ৰন্থকাৰৰ 'ইটো সিটো' ব্যৱহাৰ অশুদ্ধ বুলি ইডিকিং কৰিছিল।" কিন্তু ভোলানাথ এই সমালোচনার যোগ্য জবাব দিয়েছিলেন 'চিন্তাতরঙ্গিনী' কাব্যের 'ইটো সিটো' কবিতায়।
ভোলানাথ দাস ছিলেন যুগসন্ধির কবি। সেদিনকার অসমীয়া কাব্যরচনার বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর্বে তিনি মধুকবির ছন্দে আন্দোলিত হয়ে তাঁর বিভিন্ন কবিতায় ও 'সীতাহরণ' কাব্যে অমিত্রাক্ষর ছন্দের ব্যবহার করেছিলেন। দুটি নমুনা এখানে দিচ্ছি - জন্মদুখিনী সীতা রামকে পরিচয় দিতে গিয়ে বলছেন,
'সূর্য্যকুলে সূর্য্য তুমি, সূর্য্যকৰদানে
উজ্জ্বল যি চন্দ্ৰ, মোৰ জন্ম তাৰ কুলে।'
আর একটি জায়গায় রাবণ যুদ্ধক্ষেত্র থেকে চলে যেতে চেয়ে বলছেন,
'নাচাহোঁ জানকী, পৰ ৰমণী হৰণে,
নাহি কাম, চলি যাওঁ ঘূৰি লঙ্কাপুৰে।'
যাইহোক, মধুকবির দ্বিশত জন্ম বার্ষিকী পালিত হচ্ছে এ-বছর। আমরা এই সূত্রে স্মরণ করছি তাঁর সৃষ্ট অমিত্রাক্ষর ছন্দের সুদূর প্রসারী অমর কীর্তিকে। উনিশ শতকে তাঁর এই নতুন ছন্দ পরিক্রমা শতকের প্রায় শেষভাগে অসমের এক তরুণ কবিকে অনুপ্রাণিত করেছিল, এটা মধুকবির কাছে পরম প্রাপ্তি।
দ্বিশতবর্ষে মাইকেল মধুসূদন দত্ত